৫.৪. দ্রব্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ (The Empiricist View of Substance)

আধুনিক দর্শনে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মধ্যে লক্, বার্কলে এবং হিউমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাজেই দ্রব্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ বলতে এই তিনজনের বক্তব্যকেই বোঝায়।

(ক) দ্রব্য সম্পর্কে লকের অভিমত (Locke's view of Substance) :

দ্রব্য সম্পর্কে লক্ লৌকিক বা সাধারণ মতের অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেছেন, **'দ্রব্য হল গুণের আধার বা আশ্রয়।'** পার্থক্য হল—সাধারণ মতে, গুণের আধারটি অজ্ঞাত নয়, কিন্তু লকের মতে, **'দ্রব্য গুণের অজ্ঞাত আধার বা আশ্রয়।'**

লক্ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক এবং সেজন্য অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানের একমাত্র পথ বলেন। অভিজ্ঞতা আবার দুই রকমের—**বাহ্যপ্রত্যক্ষ** এবং **অন্তঃপ্রত্যক্ষ** বা অন্তর্দর্শন। বাহ্যপ্রত্যক্ষে বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন গুণের সংবেদন বা ধারণা হয়। অন্তর্দর্শনে মানসিক অবস্থার—সুখ, দুঃখ, লজ্জা, ভয় ইত্যাদির বোধ বা ধারণা হয়। বাহ্যপ্রত্যক্ষে অথবা অন্তর্দর্শনে গুণের অতিরিক্ত অথচ গুণের আশ্রয়রূপে 'কোনো কিছুকে' আমরা সাক্ষাৎ করতে পারি না। অর্থাৎ **গুণের আশ্রয় হিসাবে দ্রব্যের অভিজ্ঞতা আমাদের হয় না।**

কিন্তু, দ্রব্যের অভিজ্ঞতা না হলেও **গুণের ব্যাখ্যার জন্য দ্রব্যের কল্পনা করতে হয়।** একথা ঠিক যে, যখন আমরা একটি বস্তু, যথা—কমলালেবু, কলম ইত্যাদি—প্রত্যক্ষ করি তখন বিশেষ এক গুণগুচ্ছকেই (আকার-আয়তন-বর্ণ-গন্ধ-মসৃণতা ইত্যাদি) প্রত্যক্ষ করি, গুণ-অতিরিক্ত 'কোনো কিছুর' প্রত্যক্ষ হয় না। তবুও, গুণ-অতিরিক্ত ঐ 'একটা কিছুকে' অর্থাৎ দ্রব্যকে স্বীকার না করলে চলে না। কারণ আমাদের **সাধারণ বুদ্ধিই** বলে যে—গুণ কখনই স্বনির্ভর নয়, গুণ সর্বদাই একটা কিছুকে আশ্রয় করে থাকে। রং, গন্ধ, স্বাদ—এদের কোনটিও নিজে নিজে থাকতে পারে না। 'রং' মানে 'কোনো কিছুর' 'রং', গন্ধ মানে 'কোনো কিছুর গন্ধ', 'স্বাদ' মানে 'কোনো কিছুর স্বাদ'। আমাদের অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য গুণের আধাররূপে এই 'কোনো একটা কিছুই' হল দ্রব্য। লক তাই বলেন, **'দ্রব্য হল গুণের (কল্পিত) আধার, যা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়'।**

দ্রব্যের স্বরূপ কেমন?—এ প্রসঙ্গে লকের অভিমত হল—দ্রব্যের স্বরূপ যে কেমন তা নির্ধারণ করা যায় না, কেননা **দ্রব্য আমাদের কাছে এক অজানা বিষয়।** গুণের আধাররূপে দ্রব্য থাকলেও তা যে কি—সে বিষয়ে কিছুই আমরা জানতে পারি না। দ্রব্য থাকলেও তা 'অজানা' হয়েই থাকে। লক্ তাই বলেন **'দ্রব্য হল তাই যাকে আমি জানি না'।**

Scanned by CamScanner

লক্ তিন রকম দ্রব্যের উল্লেখ করেছেন। যথা—(১) জড়দ্রব্য, (২) চেতনদ্রব্য বা আত্মা এবং (৩) ঈশ্বরদ্রব্য।

(১) বাহ্যপ্রত্যক্ষে পাওয়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, আকার, আয়তন ইত্যাদি গুণগুলি যাকে আশ্রয় করে থাকে তা হল জড়দ্রব্য।

(২) অন্তর্দর্শনে পাওয়া সুখ, দুঃখ, লজ্জা, ভয় ইত্যাদি অবস্থাগুলি যাকে আশ্রয় করে থাকে তা হল চেতনদ্রব্য বা আত্মা।

(৩) আমাদের এমন কতকগুলি গুণ ও ক্রিয়ার ধারণা আছে যা সসীম জড়দ্রব্যকে অথবা সসীম চেতনদ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকতে পারে না। যেমন—সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা ইত্যাদি। এই সব অনন্ত গুণ ও ক্রিয়া যাকে আশ্রয় করে থাকে তা হল ঈশ্বর-দ্রব্য।

স্পষ্টতই, সাধারণ লোকের মতো লকও তিনটি দ্রব্য স্বীকার করেন—জড়দ্রব্য, চেতনদ্রব্য বা আত্মা এবং ঈশ্বর। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অভিজ্ঞতাবাদী হয়েও লক্ বুদ্ধিবাদী দেকার্তের মতো তিনটি দ্রব্য স্বীকার করেছেন।

সমালোচনা ***(Criticism)*** **:**

দ্রব্য সম্পর্কে লকের অভিমত যুক্তিযুক্ত হয়নি, কেননা—

প্রথমত, দ্রব্যকে গুণের 'কল্পিত কিন্তু অজ্ঞাত আধার' রূপে গণ্য করে লক অভিজ্ঞতাবাদ বিরোধী অভিমত প্রকাশ করেছেন। অভিজ্ঞতাবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে লক্ 'জ্ঞাত গুণকেই' স্বীকার করতে পারেন, 'অজ্ঞাত দ্রব্যকে' নয়। কাজেই, অভিজ্ঞতাবাদের দিক থেকে 'অজ্ঞাত দ্রব্যের' অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, 'দ্রব্য অস্তিত্বশীল কিন্তু অজ্ঞাত'—লকের এই অভিমত স্ববিরোধী। কথাটিকে বিশ্লেষণ করলে দুটি বাক্য পাওয়া যায়—'দ্রব্য অস্তিত্বশীল' এবং 'দ্রব্য অজ্ঞাত'। প্রথম বাক্যটি সত্য হলে দ্বিতীয়টি মিথ্যা হয়, কেননা যার অস্তিত্ব জানা যায় তাকে 'অজ্ঞাত' বলা চলে না। তেমনি আবার, দ্বিতীয় বাক্যটি সত্য হলে প্রথমটি মিথ্যা হয়, কেননা যা অজ্ঞাত তাকে 'আছে' (অথবা 'নেই') বলা যায় না।

তৃতীয়ত, গুণ এবং দ্রব্যকে দুটি বিচ্ছিন্ন বিষয় মনে করে লক্ তাঁর অভিমতকে দোষদুষ্ট করেছেন। গুণ যদি দ্রব্যে আশ্রিত হয় এবং দ্রব্য যদি গুণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় (লক্ যা মনে করেছেন) তাহলে তারা দুটিতে মিলে হয় এক সম্পূর্ণ বস্তু। এমন দ্রব্য এবং গুণের একটিকে জানলে অর্থাৎ গুণকে জানলে অন্যটিকেও (দ্রব্যকেও) আংশিক ভাবে জানা যায়। অর্থাৎ গুণের জ্ঞানের মাধ্যমে দ্রব্যের জ্ঞানও হয়।

সর্বোপরি, 'অভিজ্ঞতাই ধারণালাভের একমাত্র উৎস'—লকের এই মূল কথাটাই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের এমন অনেক ধারণা আছে, যেমন—নিত্যতার ধারণা, পূর্ণতার ধারণা, দেশ ও কালের ধারণা যাদের কোনটিও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসে না, যাদের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার আগে থেকেই আমাদের মনে থাকে।

Scanned by CamScanner